74

তারিখ ... 08 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ১ ......

দৈনিক সংবাদ

বাড্ডায় প্লট বরাদ্দ এবং রাতারাতি কলেজ নির্মাণ

গত শুক্রবার রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় রাজউকের তিন বিঘা জমির উপর 'রাতারাতি' এক কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এ কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গুলশান থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি। কলেজটি নাকি নতুন নয়, উত্তর বাড্ডা থেকে স্থানান্তরিত। রাজউক খবরটা পেয়েছে দু'দিন পর রোববার। কলেজ নির্মাণ রাজউকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

আইনের চোখে কলেজটি নির্মাণ রাজউকের জমি জবরদখলের পর্যায়ে পড়ে সত্য। তবে উদ্যোক্তারা বলছেন, এই এলাকায় যে জমির উপর রাজউক বলবে সেই জমির উপর কলেজটি সরিয়ে নেয়া হবে। এখানে একটি কলেজের প্রয়োজন আছে এবং রাজউকের প্ল্যান অনুযায়ী একটি কলেজ নির্মাণের কথাও আছে। এই যুক্তিতে রাজউকের অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া তিন বিঘা জমির উপর একটি টিনশেড কলেজ অতর্কিতে নির্মাণ করা যায় কিনা সবাইকে ভেবে দেখতে হবে। তবে বাড্ডায় রাজউকের কান্ডকারখানাও এ প্রসঙ্গে বিচার–বিবেচনা করতে হবে।

রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় রাজউক কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের অনেক ইতিহাস আছে। জমি অধিগ্রহণ করার পর তারা দখল পায়নি, অধিগৃহীত জমি ফেরত দিতেও হয়েছে। যেসব জমি এখন রাজউকের দখলে তার 'উন্নয়ন' এখনও শেষ হয়নি। সবকিছুই দীর্ঘসূত্রতার কবলে।

বর্তমান সমস্যার উৎস ৬০ একর জমি নিয়ে। বাড্ডা এলাকায় জমি অধিগ্রহণের ফলে যারা বাস্তুহারা হয়েছিলেন, তাদের পুনর্বাসনের জন্য এ পরিমাণ জমি উন্নয়ন করার কথা। সেখানে ১ হাজার প্লট থাকবে। আরও থাকবে স্কুল, খেলার মাঠ ও মসজিদ। কিন্তু তার মূল প্ল্যান অনুযায়ী কাজ চলছে না। ভুক্তভোগীরা বলছেন, বরাদ্দের ব্যাপারে তারা অগ্রাধিকার পাচ্ছেন না। রাজউক ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কয়েকবার দেনদরবার করে কোন লাভ হয়নি।

জমি অধিগ্রহণে বাস্তুহারাদের বদলে রাজউক নাকি চার শতাধিক প্লট তার নিজস্ব কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বরাদ্দ দিয়েছে। মাত্র ৬০০ প্লট বাস্তুহারাদের জন্য রাখা হয়েছে বলে রাজউকের কর্মকর্তারা বলছেন। অধিগ্রহণে বাস্তুহারা ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিশ্রুত সেবা করতে না পারলেও রাজউক তার নিজস্ব চাকুরেদের সেবা করেছে পুরোমাত্রায়। এসব নিয়ে যদি ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তবে দোষ কার।

হঠাৎ আবির্ভূত কলেজটির উদ্যোক্তারা বলছেন, মূল পরিকল্পনায় স্কুল, খেলার মাঠ ও মসজিদের 'নির্দিষ্ট' জমিগুলো রাজউক প্লট বানিয়ে ফেলতে পারে। তাই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। রাজধানীর আবাসিক এলাকাগুলোতে এ ধরনের কাজ রাজউক আগেও করেছে। ফলে ভুক্তভোগীদের আশংকা একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু একটি 'বেআইনি' টিনশেড কলেজ বানিয়ে কি রাজউকের এতসব কান্ডকারখানার প্রতিকার করা সম্ভব? রাজউকের কর্মচারী সমিতি দাবি করছে যে, 'কলেজ ভবন' সরিয়ে ফেলে প্লটগুলো তাদের মধ্যে যাদের বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের ফেরত দেয়া হোক। বিষয়টি সংঘাত ও সংঘর্ষে রূপ নেয়ার আগেই সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এদেশে জমিজমা বড় স্পর্শকাতর বিষয়।

বাড্ডায় যেভাবেই হোক কলেজটি নির্মাণের পর বাড্ডার জমিগুলো আবার খবর হয়ে উঠেছে। অধিগ্রহণে বাস্তুহারা ও ক্ষতিগ্রস্তদের কিভাবে রাজউক পুনর্বাসনের চেষ্টা করে যাচ্ছে, তার অগ্রপশ্চাৎ পর্যালোচনা করা দরকার। আপাতদৃষ্টিতে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি যাদের দেয়া হয়েছিল রাজউকের উপর তারা আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।